তারিখ 18 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

দৈনিক
আমাদের সময়

গোয়েন্দা নজরদারিতে দিনাজপুরের ২ পিস স্কুল

দিনাজপুর প্রতিনিধি ●

সরকারি অনুমতি ছাড়াই দিনাজপুর শহরে বিতর্কিত ইসলামিক বক্তা জাকির নায়েকের পিস নামের ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের গোয়েন্দা নজরদর স্কুল ২টিতে রয়েছে বলে জানা গেছে।

দিনাজপুর উপশহর ১নং ব্লকে একটি ৩ তলা বাড়ি ৫২ হাজার টাকায় মাসিক ভাড়া নিয়ে গত ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে পিস নামের একটি স্কুল চালু করা হয়। প্লে থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ৩১৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এ স্কুলে। একইভাবে শহরের ঈদগাহ বস্তি এলাকায় একই নামে অপর একটি নিউ পিস স্কুল চালু রয়েছে। স্কুল দুটিতে শিক্ষক ও জনবলের সংখ্যা পর্যাপ্ত রয়েছে। প্লে থেকে নার্সারি, কেজি এবং প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত ৯টি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান হচ্ছে।

শহরের উপশহর ১নং ব্লকে অবস্থিত পিস স্কুলের প্রশাসনিক কমকর্তা কামরুল ইসলাম জানান, সরকারি বিধি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের পোশাক জাকির নায়েকের অনুকরণে প্যান্ট, চেক শার্ট, টাই ও মাথায় টুপি ব্যবহার করা হয়।

সূত্র জানায়, ওই বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিক্ষক ও ১৬ জন কর্মচারী রয়েছেন। এ ছাড়া বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের একটি অত্যাধুনিক স্কুলবাস রয়েছে। বিদ্যালয় শুরু থেকেই ক্লাস রুম ও অফিসরুমে উন্নতমানের ডেকোরেশন করে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাদের মাসিক যে ব্যয় হয় তার পরিমাণ ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্লে থেকে নার্সারি পর্যন্ত মাসিক বেতন ৮০০ টাকা, প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ১২০০ টাকা, তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ১৫০০ টাকা এবং ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ২ হাজার টাকা নেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র জীবনে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রকৌশলী মো. ফজলুর রহমান নিজেকে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন বলে জানান।

একইভাবে শহরের ঈদগাহ বস্তি এলাকায় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে নিউ পিস স্কুল চালু করা হয়। স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা ১৫ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ জন। শিক্ষার্থী রয়েছে ৬০ জন। এখানে একটি দোতালা বাড়ি ৪২ হাজার টাকা মাসিক ভাড়া নিয়ে স্কুলটি চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বেতন একই পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় ১৮ সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন নিজে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। স্কুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজমীর হোসাইন দাবি করেন স্কুল পরিচালনা পর্ষদের কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন।

দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সমেশ মজুমদার জানান, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বই প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। সেই আলোকে দিনাজপুর শহরে ২টি পিস স্কুলে শিক্ষার্থীদের বই সরবরাহ করা হয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো কোনো অনুমতি ছাড়াই পরিচালিত হয়ে আসছে। এই ২টি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে পাঠদানের বিষয়ে অভিযোগ উঠায় আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মো. রুহুল আমিন জানান, শহরে অবস্থিত ২টি পিস স্কুলের পাঠদানের বিষয় বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠায় ওই স্কুল ২টি গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয়েছে।